



জীবন ও বৃক্ষ

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী



➡ এ গল্পের বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✱ শিখন ফল.....	৪
✱ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✱ লেখক পরিচিতি.....	৪
✱ উৎস পরিচিতি.....	৫
✱ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✱ নামকরণ.....	৫
✱ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✱ বানান সতর্কতা.....	৬

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✱ অনুশীলনের প্রশ্নোত্তর.....	৭
✱ মাস্টার ট্রেনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✱ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✱ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✱ বাড়ির কাজ.....	৩২
✱ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

✱ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক.....	৩৩
-----------------------------	----

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবহিনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

✱ শিখন ফল

- বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে মানজীবনের তাৎপর্য সহজে উপলব্ধি করতে পারবে।
- কর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তোলার সুফল সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বৃক্ষের গোপন ও নীরব সাধনা এবং তা থেকে মানুষের অর্জিত শিক্ষা জীবনে গ্রহণ ও প্রয়োগে সচেষ্ট হবে।
- সমাজের কাজ সম্পর্কে অবগত হবে।
- সংসারে বসবাসকারী মানুষের শ্রেণিভেদ সম্পর্কে জ্ঞান হবে।
- স্বপ্নপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- সূক্ষ্ম বুদ্ধি, উদার হৃদয়, গভীরচিন্তা ব্যক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।
- বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করতে শিখবে।
- নদীর সাথে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিব্যক্তি জানতে পারবে।
- সুখ-দুঃখ বেদনার উপলব্ধিজাত ফল, আত্মার পরিপক্বতা ও তা পুষ্ট করার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- শিক্ষার প্রকারভেদ এবং মানুষের সার্বিক বিকাশে সাহিত্য-শিল্পকলার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- বৃক্ষের সাথে মানুষের জীবনের সাদৃশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে লেখকের দ্বিমত সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে তার আত্মিক বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।

✱ পাঠ-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি তাঁর ‘সংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

পরার্থে আত্মনিবেদিত সূকৃতিময় সার্থক বিবেকবোধসম্পন্ন মানবজীবনের মহত্তম প্রত্যাশা থেকে লেখক মানুষের জীবনকাঠামোকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন, বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা। বৃক্ষ যেমন করে ফুলে ফলে পরিপূর্ণতা পায়, আর সে সব অন্যকে দান করে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, মানব-জীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও তেমনি হওয়া উচিত। তাহলেই স্বার্থপর, অহংকারী, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর জবরদস্তিপ্রবণ মানুষের জায়গায় দেখা দেবে প্রেমে, সৌন্দর্যে, সেবায় বিকশিত বিবেকবান পরিপূর্ণ ও সার্থক মানুষ।

✱ লেখক পরিচিতি

নাম	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
জন্ম ও পরিচয়	জন্ম সাল : ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ
	জন্মস্থান : কুমিল্লা। পৈতৃক নিবাস : নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রাম।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক, ইউসুফ হাইস্কুল, কুমিল্লা।
	উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ, ভিক্টোরিয়া কলেজ।
	উচ্চতর শিক্ষা : বিএ, ভিক্টোরিয়া কলেজ; এমএ (বাংলা ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
পেশা ও কর্মজীবন	সহকারী শিক্ষক— ইউসুফ হাইস্কুল, কুমিল্লা; প্রভাষক— ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা; অধ্যাপক—বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ; অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব— ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলন।
সাহিত্য কর্ম	‘প্রবন্ধ গ্রন্থ : সংস্কৃতি কথা।
	অনুবাদ গ্রন্থ : ‘সভ্যতা’ (ক্লাইভ বেলের সিভিলাইজেশনের অনুবাদ); ‘সুখ’ (বার্ট্রান্ড রাসেলের Conquest of Happiness-এর civilization-এর অনুবাদ।)
ইন্তেকাল	মৃত্যু তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

✱ উৎস পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি তাঁর ‘সংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

✱ বস্তুসংক্ষেপ

‘বৃদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি মোতাহের হোসেন চৌধুরী একাধারে সৌন্দর্যবোধ, যুক্তিবাদী চেতনা ও মানবপ্রেমের এক আদর্শ অনুসারী। মননশীল গদ্য রচনায় তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম

গ্রন্থ ‘সংস্কৃতি কথা’ থেকে সংকলিত হয়েছে। লেখক মানবজীবনকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা। কেননা, বৃক্ষ ফুলে-ফলে পরিপূর্ণতা পায় এবং সে সব অন্যকে দান করে সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, মানবজীবন সম্পূর্ণভাবে এর ব্যতিক্রম। কেননা, মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়— আত্মিকও। আত্মিক বৃদ্ধির জন্য মানুষকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর অসম, গভীর অনুভূতি ও সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চা ও সাধনা করতে হয়। তারপর তার সাফল্য মানব সমাজের কল্যাণের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং মানবজীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও হওয়া উচিত বৃক্ষের মতো। তাহলেই স্বার্থপর, অহংকারী ও বিবেকহীন মানুষের পরিবর্তে পাওয়া যাবে প্রেমে, সৌন্দর্যে, সেবায় পরিপূর্ণ এক বিবেকবান ও সার্থক মানুষ। তাছাড়া সমাজের কাজে কেবল স্থায়িত্বের বা টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, এর প্রকৃত কাজ হলো মানুষকে বিকশিত ও বড় করে তোলা। এজন্য সমাজকে বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার। অন্যথায় সার্থকতা বা পরিপূর্ণতা অর্জন করা দূর হ হয়ে পড়বে। নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়ে। এসব বিবেচনায় ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে মানবজীবনের সাথে বৃক্ষের তুলনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও অর্থবহ হয়েছে।

✱ নামকরণ

‘নামকরণের গুরুত্বের দিক বিবেচনায় ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে। জীবন বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের আয়ুষ্কালকে বোঝায়। এখানে মানুষের জীবন বলতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে অক্সিজেন গ্রহণ করাকে বুঝানো হয়েছে। বৃক্ষ বলতে চলাফেরায় অক্ষম প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী উদ্ভিদকে বোঝায়। যে নিজে নিজের খাদ্য তৈরি করে এবং মানুষকে ফুল, ফল, ছায়া এবং জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন দিয়ে সাহায্য করে। মানুষের জীবনে বৃক্ষের অবদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতিগত অহংকারে সংসার পরিপূর্ণ। অথচ বৃক্ষের কোনো অহংকার নেই, গর্ব নেই। কেবল গোপন ও নীরব ভাষায় সে নিজেকে উৎসর্গ করে। বৃক্ষেরও বৃদ্ধি আছে, বিকাশ আছে, কার্যসাধনের প্রণালি আছে, ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অন্যের সেবায় নিজেকে দান করার প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের সাধনা আছে। বৃক্ষের বর্গময় ফুল ফোটানো ও পুষ্টিকর ফল ধরানোর মধ্যে তার অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী ফুটে ওঠে। বৃক্ষে গ্রহণ ও দান দুটোই আছে। জীবন ধ্বংসকারী কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও জীবনদানকারী অক্সিজেন দান বৃক্ষের কাজ। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম। তবে বৃক্ষের বৃদ্ধির উপর তার নিজের কোনো হাত নেই। অথচ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা মানুষ অর্জন করে, তা-ই তার আত্মা। আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদনের জন্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতি দরকার। তাহলেই তা জীবনবোধ ও মূল্যবোধ পরিপূর্ণ হয়ে শিল্পকলার অঙ্গীভূত হতে পারে। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত কেবল বৃদ্ধি ও সেবার ইতিহাস, যা তার সার্থকতার ইজিৎ। শান্তি ও সহিষ্ণুতায় বৃক্ষ অনন্য। মানবজীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও বৃক্ষের মতোই হওয়া উচিত। তা হলেই প্রেমে, সৌন্দর্যে, সেবায় বিকশিত বিবেকবান পরিপূর্ণ ও সার্থক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব। মানুষের জীবনের সাথে বৃক্ষের এ যোগসূত্রের দিক থেকে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ নামকরণ সার্থক।

✱ শব্দার্থ ও টীকা

স্থূলবুদ্ধি	— সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিহীন, অগভীর জ্ঞানসম্পন্ন।
জবরদস্তিপ্রিয়	— গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর, বিচার-বিবেচনাহীন।
বিকৃতবুদ্ধি	— বুদ্ধির বিকার ঘটেছে এমন, যথাযথ চিন্তাচেতনাহীন।
এদের প্রধান দেবতা অহংকার	— যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাচেতনাহীন লোকেরা এত গর্ববোধিত হয়ে থাকে যে, মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবতা।
বুলি	— এখানে গৎ-বাঁধা কথা হিসেবে ব্যবহৃত, যথাযথ অর্থ বহন করে না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে।
জীবনাদর্শ	— জীবনে অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলো।
মনুষ্যত্ব	— মানবোচিত সদগুণাবলি, মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য।
তবোপন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ	— প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অরণ্য ও বৃক্ষপ্রেমিক। তাঁর অনেক কবিতায় বৃক্ষের বন্দনা স্পষ্ট।
তপোবন	— অরণ্যে ঋষির আশ্রম, মুনি ঋষিরা তপস্যা করেন এমন বন।
চর্মচক্ষু	— দৈহিক চক্ষু [মানসিক বা দিব্যদৃষ্টির বিপরীত]।
অনুভূতির চক্ষু	— মনের চোখ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতির বা উপলব্ধির ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা।
নতি	— অবনত ভাব, বিনয়, নম্রতা।

সাধনা	— সাফল্য বা সিদ্ধি অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা।
বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দান	— বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল। এগুলো সে অন্যের হাতে তুলে দেয়। ফলে বৃক্ষ যুগপৎ প্রাপ্তি ও দানের আদর্শ।
সৃজনশীল	— নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর।
সৃষ্টিধর্ম	— সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য।
আত্মিক	— মনোজাগতিক, চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র।
পরিপক্বতা	— সুপরিণতিজাত, পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।
বস্তুজিজ্ঞাসা	— বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন-অন্বেষণ। বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ।
গূঢ় অর্থ	— প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য।

✱ বানান সতর্কতা

স্বল্পপ্রাণ, সূক্ষ্মবুদ্ধি, জবরদস্তিপ্রিয়, মনুষ্যত্ব, উপলব্ধিহীন, স্থূলবুদ্ধি, আন্তরিকতা শূন্য, ধীরস্থির, আত্মবিসর্জন, অঙ্কুরিত, বস্তুজিজ্ঞাসা, সহিষ্ণুতা, পরিপক্ব, পরিপক্বতা, আত্মিক, গূঢ় অর্থ, চর্মচক্ষু।

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

উদ্দীপক ১ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

এই যে বিটপি শ্রেণি হেরি সারি সারি—
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি।
কেহবা সরল সাধু হৃদয় যেমন,
ফলভারে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুণ,
অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নিচ প্রায় কার ঠাই নহে অবনত।



- ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন আন্দোলনের কাণ্ডারি ছিলেন? ১
- খ. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন কেন? ২
- গ. ‘বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়’— প্রবন্ধের এ উক্তিটি উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩
- ৪
- ঘ. ‘উদ্দীপকের ‘বৃক্ষ’ এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের ‘বৃক্ষ’ কি একসূত্রে গাঁথা?’— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মোতাহের হোসেন চৌধুরী ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’ নামে এক যুগান্তকারী আন্দোলনের কাণ্ডারি ছিলেন।

খ অনুধাবন

- নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।
- কোনো মানুষ কেবল জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ হয় না; তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। এই মনুষ্যত্ব অর্জন মোটেই সহজ কোনো বিষয় নয়। নদীকে যেমন বাঁকে-বাঁকে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে চলতে হয়, তেমনি অনেক বাধা ডিঙিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। মনুষ্যত্ব অর্জনের সঙ্গে নদীর পথ পেরোনোর বিষয়টি অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ বলেই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

গ প্রয়োগ

- বৃক্ষ ফলবান হলে নতমসিতক্ষেপ থাকে আর ফলশূন্য হলে থাকে সদা সমুন্নত; যা মানবজীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য— এভাবেই উদ্দীপকে আলোচ্য উক্তিটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ তার মনুষ্যত্বের জন্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচ্য। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। বিভ্রাটশালী হলেও অহংকার না করে সকলের সঙ্গে বৃক্ষের জীবনকে সাদৃশ্যময় করে

তোলা হয়েছে উদ্দীপকে। সরল সাধু বা গুণীরা মূলত ফলভারে নত বৃক্ষের মতোই। ফলশালী বৃক্ষ যেমন অহংকার না করে নতশিরে থাকে মানুষের জীবনার্থও তাই হওয়া উচিত। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক একই ধরনের মন্তব্য করে বলেছেন বৃক্ষের দিকে তাকালেই মানবজীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। কেননা, বৃক্ষ কেবল মাটি থেকে রস গ্রহণ করে নিজের প্রয়োজনই মেটায় না, তাকে অপরের জন্য ফুল আর ফলও ধরাতে হয়। এভাবে পরার্থে জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়েই জীবনের তাৎপর্য অনুভূত হয়। উদ্দীপকের কবিতাতেও একইভাবে বিস্তৃতিশালী হয়েও অহংকার না করে নত থাকায় জীবনের তাৎপর্যকে উপলব্ধির বিষয়টি এসেছে। এভাবেই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকের ‘বৃক্ষ এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের ‘বৃক্ষ’ একই সূত্রে গাঁথা।
- মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যত্ব অর্জন করে পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। বৃক্ষও নিজেকে পরিপুষ্ট করে অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য। এ জন্যই ‘বৃক্ষ’ কবিতা এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে মানুষকে বৃক্ষ থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়েছে।
- পরার্থে আত্মনিবেদিত সুকৃতিময় সার্থক বিবেকবোধসম্পন্ন মানবজীবনের মহত্তম প্রত্যাশা থেকেই লেখক মানুষের জীবন কাঠামোকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা। বৃক্ষ ফুলে-ফলে পরিপূর্ণতা পেয়ে সে সব কিছু অন্যকে দান করে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের সার্থকতার জন্যও তার নিজের সাধনা তেমনই হওয়া উচিত বলে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকের কবিতাতেও একইভাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত সরলমনা সাধু মানুষদের তুলনা করা হয়েছে ফলভারে নত বৃক্ষের সঙ্গে। বলা হয়েছে, বৃক্ষের যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যে মানুষকে গুণান্বিত হতে। আর এতেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।
- উদ্দীপকের কবিতায় যেমন প্রকৃত মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষকে তুলনা করা হয়েছে, ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধেও একই বিষয় এসেছে। মূলত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় রচনাতেই মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের জীবন সাধনাকে সাদৃশ্যপূর্ণ করা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের ‘বৃক্ষ’ এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে বৃক্ষ একই সূত্রে গাঁথা।

➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

উদ্দীপক ২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সিরাজের অল্প বয়সে মা মারা যায়। কেউ তাকে আদর-যত্ন করেনি। স্কুলেও তাকে কখনো পাঠায়নি। সে টোকাই ছেলেদের সাথে ঘুরে-ফিরে বড় হয়ে উঠেছে। সে টাকা পেলে বোমাবাজি, খুনখারাবি সবকিছুই করতে পারে। সে পেশিক্তির পূজারি। সে ভালো মানুষের সংস্রববঞ্চিত, তার কাছে দয়া-মায়া মানসিক গুণাবলি অনর্থক বিষয়। প্রেম-সৌন্দর্য বঞ্চিত একটা দানব ছাড়া সে আর অন্য কিছু নয়।



- ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম কত সালে? ১
- খ. মানুষের জন্য সমাজের কাজ কী? বুঝিয়ে বল। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের কোন অংশের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. ‘প্রেম-সৌন্দর্য বঞ্চিত মানুষ নিষ্ঠুর ও দানব প্রকৃতির হয়।’—মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ সালে।

খ অনুধাবন

- মানুষের জন্য সমাজের কাজ হলো টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি বড় করে তোলা এবং বিকশিত জীবনের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।
- মানুষ পৃথিবীতে আর দশটি প্রাণীর মতো নয়। তাকে বিকশিত জীবনে উত্তীর্ণ হতে হলে সমাজের অনেক রকম দায়বদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। অনুকূল পরিবেশ ব্যতিরেকে মানুষ মানুষের মতো মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে উঠতে পারে না। মানুষকে বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে মানুষ হওয়ার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের বড় কাজ। তাহলে মানুষ সুন্দর সভ্য সহমর্মী সমাজের সদস্য হয়ে গড়ে উঠবে। এ কাজটি মানুষের জন্য করে দিতে সমাজ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রেম-সৌন্দর্য বঞ্চিত মানুষের অমানবিক কদর্য চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

- মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য সমাজে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতা ইত্যাদি মানবিক গুণ মানুষ সৃষ্টি-সুস্থ সামাজিক পরিবেশ থেকে লাভ করে। প্রেম-স্নেহবোধিত মানবশিশুকে আকারে মানুষের মতো দেখালেও কখনো কখনো তার ভেতর অন্যরকম হিংস্র পশু জন্ম নেয়।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, শৈশবে মাতৃহারা, সমাজের আদর-স্নেহ-মমতাবোধিত সিরাজ টাকার বিনিময়ে সব ধরনের অপকর্ম দ্বিধাহীনচিত্তে করে। সমাজ তার ওপর নজর দেয়নি। সমাজ তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রথমার্শে দেখা যায়, স্বপ্রাণ বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার তথা সমাজ ভরে ওঠে। তারা সমাজকে এবং সমাজের মানুষকে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে পেছনে ঠেলে দেয়। তারা অন্যের জীবনের সার্থকতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রেম ও সৌন্দর্যবোধিত মানুষ নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধির হয়। তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না। এ কথাই উদ্দীপকে একই সুরে ধ্বনিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘প্রেম-সৌন্দর্যবোধিত মানুষ নিষ্ঠুর ও দানব প্রকৃতির হয়।’—উক্তিটি যথাযথ।
- মানুষকে মানুষে পরিণত হতে হলে সমাজের ভালো মানুষ থেকে তার দেহ-মনে প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ আরোপ করতে হয়। তা না হলে সমাজে আদরবোধিত-অবহেলিত শিশুরা মানুষ নামের অমানুষরূপে বেড়ে ওঠে। উদ্দীপকেও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে সে কথারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।
- উদ্দীপকের সিরাজ প্রেম-সৌন্দর্যের স্পর্শবোধিত শিশু। জন্মের পর তার মা মারা যায়। সে সমাজের কাছে উপেক্ষার শিকার হয়। টোকাই শিশুদের সাথে বেড়ে ওঠে। কোনোরকম ভালো শিক্ষা সে জীবনে পায়নি। সে টাকার জন্য বোমাবাজি, খুন-খারাবি সবকিছুই দ্বিধাহীনভাবে করতে পারে। সে পেশিক্তির পূজারি। তার কাছে দয়া-মায়া অনর্থক বিষয়। সে একটি মানবরূপী দানবে পরিণত হয়েছে। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রথম অংশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে এই মানুষের অমানুষ হয়ে ওঠার দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের বর্ণনায় মানুষের বেড়ে ওঠার প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতার কথা যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে। প্রেম-সৌন্দর্যের স্পর্শবোধিত মানুষরাই নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধির হয়ে থাকে। তারা দানবের মত আচরণ করে। উদ্দীপকেও এ কথা সাদৃশ্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে, তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। উদ্দীপকের সিরাজ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি তাই যথাযথ।

উদ্দীপক ৩ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মামুন পড়ার টেবিলের পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। সে দেখতে পায় একটি ডালিম গাছ। তাতে লাল লাল ফুলের সমারোহ। এ গাছের চারাটি তিন বছর আগে বৃক্ষমেলা থেকে কিনে এনেছিল। মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে গাছটি ফুল ফল দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মামুন ভাবে গাছটি মাটির রস টেনে, আর বাতাস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজেকে বড় করে তুলেছে। সে তো ফল উৎপাদন করে নিজে খাবে না। পাখি খাবে, মানুষ খাবে। গাছটির জন্ম তাহলে অপরের সেবায়, নিজের জন্য নয়। সে নিজের দিকে তাকায়, তার পড়ালেখাও তো নিজের জন্য নয়, অন্যের তথা মানবকল্যাণের জন্য। সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সাধক পুরুষদের, সৃজনশীল শিল্পীদের মানবকল্যাণের কথা ভাবে।



- ক. আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করা হয় কার উপভোগের জন্য? ১
- খ. রবীন্দ্রনাথের সাথে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দর্শনের পার্থক্য হওয়ার কারণ কী? ২
- গ. উদ্দীপকের মামুনের সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপক ও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের মূল সুর অভিন্ন”—মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- স্রষ্টার উপভোগের জন্য।

খ অনুধাবন

- রবীন্দ্রনাথের সাথে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দর্শনের চেতনাগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন। যেখানে ভাঙা-গড়া আছে, উচ্ছলতা আছে। সে ক্ষতিও করে, উপকারও করে। কিন্তু মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের কাছে মানবজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। বৃক্ষ শুধুই মজালের জন্য, অমজালের জন্য নয়। নদীতে মজাল ও অমজাল এবং আত্মবিসর্জন আছে, আত্ম-উৎকর্ষ নেই, যা বৃক্ষে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বৃক্ষের মাঝেই মানবজীবনের সার্থকতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব। জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মধ্যে তাই দর্শনগত পার্থক্য দেখা যায়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের মামুনের সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির গভীর মিল রয়েছে।
- প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দর্শন থাকে। পৃথিবীতে যেমন মানুষের চেহারা ভিন্নতা রয়েছে অনুভব ও দৃষ্টিভঙ্গির তেমনি পার্থক্য রয়েছে। কখনো কখনো আবার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। তদুপ উদ্দীপকের মামুনের এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের জীবনদৃষ্টির গভীর মিলের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।
- উদ্দীপকের মামুন ডালিম গাছের বেড়ে ওঠা, তাতে ফুল আসা, ফল ধরা ইত্যাদির মধ্যে বৃক্ষের সার্থকতা খুঁজে দেখেছে। তাতে সে দেখতে পেয়েছে বৃক্ষের জীবন তার নিজের জন্য নয়, সবটাই অপরের সেবায় উৎসর্গীকৃত। মামুন নিজের জীবনকেও সেখানে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। মহাপুরুষ, সাধক, সৃজনশীল শিল্পীরা শিল্পকর্ম নিজের জন্য নয়, অন্যের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেন। যেমনটা ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখক জীবনদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তুলনামূলক রবীন্দ্রদর্শন ও তাঁর ব্যক্তিদর্শনের যুক্তিতর্কের বিচারে বৃক্ষের মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। প্রবন্ধের লেখক ও উদ্দীপকের মামুনের জীবনবোধ ও মানবজীবনের সার্থকতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই উদ্দীপকের মামুনের সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপক ও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের মূলসুর অভিন্ন।”—মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানবজীবনের সার্থকতা খেয়ে চলার মধ্যে নয়। নীরব ও গভীর সাধনার মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠা ও নিজেকে পরিশীলিত ও মার্জিত মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের সেবায় নিবেদনের মধ্যেই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। বৃক্ষ যেমন নীরবে স্থির হয়ে শূন্য থেকে আলো-বাতাস, আর মাটি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে অপরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার মধ্যে তার জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পায়, মানবজীবনও তদুপ অপরের জন্য। নিজের জন্য মানবের নিজের জীবন ও সাধনা নয়। উদ্দীপক ও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে এই মূল চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।
- উদ্দীপকের মামুন পড়ার টেবিলের পাশে জানালার ওপারে, ডালিম গাছের মধ্যে সেবা ও জীবনের সার্থকতা দেখতে পেয়েছে। মহামানব ও সৃজনশীল মানুষের সাধনাও তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, তা শুধুই অপরের সেবায় নিবেদিত, অন্যের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। ডালিম গাছের ফুল-ফল পাখির জন্য মানুষের সেবা বা খাদ্যের জন্য, ডালিম গাছের স্বার্থে নয়। মামুনের লেখাপড়াও তার নিজের জন্য নয়, মহামানবদের মতোই সব মানুষের সাধনা অন্যের উপকারের জন্য নিবেদিত। এই আত্মোৎসর্গীকৃত সুর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের মধ্যে বাস্তব ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় বিস্তৃত পরিসরে ফুটে উঠেছে। উদ্দীপক ও প্রবন্ধের মৌলবাণী ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে মানবজীবনের সার্থকতার কথা যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষ ক্রমাগত সাধনার মধ্যদিয়ে পূর্ণতা লাভ করে এবং তার এ পূর্ণতা অপরের সেবায় উৎসর্গীকৃত।
- উদ্দীপকে মামুনের কথা ও দৃষ্টিতে সে একই জীবনের কল্যাণকামী সার্থকতার কথা একসুরে ধ্বনিত হয়েছে। তাই উদ্দীপক ও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের মূলসুর অভিন্ন বলাই যুক্তিসঙ্গত।

উদ্দীপক ৪ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শিল্পী হাশেম খান শিল্পকলার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বের ভাষা সৃষ্টির মধ্যে ঐক্য খুঁজে ফিরেছেন। বিশ্বচরাচরের সবকিছুই এক সুতোয় বাঁধা, এক সুরে যেন কথা কয় নীরব ভাষায়। আর তা তিনি যেন শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছেন। শিশুদের তিনি খুবই ভালোবাসতেন, সাহিত্য শিল্পকলার সাধনার মধ্যদিয়ে তিনি একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর মতে, মানুষকে উদার প্রেমিক, রুচিশীল মানুষ বানাতে শিল্পকলা চর্চার বিকল্প নেই।



- ক. সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা কেমন জিনিস? ১
- খ. বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা, তা নয়—প্রশান্তিরও ইজিত। কেন? ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সাথে কীভাবে বৈসাদৃশ্য? ৩
- ঘ. “রুচিশীল মানুষ সৃষ্টিতে শিল্পকলা চর্চার বিকল্প নেই।”—মন্তব্যটি যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস।

খ অনুধাবন

- বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা, তা নয় প্রশান্তিরও ইজিত। কারণ বৃক্ষ জীবনের গুরুত্ব বহন করে অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতার সাথে। ধীরে ধীরে জীবনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। অস্থির হয়ে জীবন চালাতে গেলে পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে। এ কারণে জীবনের সমস্ত অর্জন ক্রমাগত ধৈর্য ধরে সাধনা দিয়ে জয় করে নিতে হয়।

- মূলত কেবল বৃক্ষের কাছেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। সে কারণেই বলা হয়েছে, বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা, তা নয় প্রশান্তিরও ইজিত।

গ প্রয়োগ

- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী মানবজীবনকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা। বৃক্ষ যেমন করে ফুলে ফলে পরিপূর্ণতা পায়, আর সে সব অন্যকে দান করে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, মানবজীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও তেমনি হওয়া উচিত বৃক্ষের মতো।
- উদ্দীপকের শিল্পী হাশেম খান শিল্পকলার মধ্যদিয়ে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বের ভাষা তথা সকল সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কল্যাণ চিন্তা তাঁর ভেতর জেগে উঠতো। শিল্পী-খান সাহেব যেহেতু শিল্পকলার লোক, তিনি শিল্পকলার চর্চার মধ্যদিয়ে মানবকল্যাণ ও বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করেছেন।
- আর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখক যেহেতু সাহিত্যিক, তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলা উভয়েরই চর্চার মধ্যদিয়ে মানবসমাজকে এবং সভ্যতাকেও মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উদ্দীপক ও প্রবন্ধের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সামান্য পার্থক্য দেখা যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “রুচিশীল মানুষ সৃষ্টিতে শিল্পকলা চর্চার বিকল্প নেই।”—মন্তব্যটি খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।
- মানুষের সুকুমার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিল্পকলা চর্চা আবশ্যিক। শিল্পকলা চর্চার মধ্যে আনন্দ আছে। সে আনন্দের স্পর্শে একজন মানুষ অনুভূতিশীল, সচেতন ও বিবেকবান হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। উদ্দীপকে ও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে শিল্পকলা চর্চার মধ্যদিয়ে মানবিক উত্তরণের দিকটির কথা অভিনু সুরে ফুটে উঠেছে।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, শিল্পী সুলতান শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে মানুষকে মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। বিশ্ব চরাচরের সবকিছুর মধ্যদিয়ে তিনি এক অভিনু ঐক্য লক্ষ্য অর্জন করেছেন। শিশুদের ভালোবাসা দিয়ে চিত্রকলা শিক্ষা দিয়ে রুচিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে সমাজকল্যাণ ও দেশ সেবার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষকে উদার, প্রেমিক, রুচিশীল মানুষ বানাতে শিল্পকলা চর্চার বিকল্প নেই। আর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে সেই কথাই একটু বিস্তৃত পরিসরে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে শিল্পকলার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জীবনের সার্থকতার জন্য বৃক্ষের কাছ থেকে সাধনার শিক্ষা নিয়ে সাহিত্য-শিল্পকলার চর্চার মধ্যদিয়ে মার্জিত প্রেমিক ও ধার্মিক মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ মানব হতে উদাত্ত আহ্বানের পাশাপাশি পরিপক্ব মানসিকতা গড়ে তোলার ও স্রষ্টির সৃষ্টি উপভোগের উপাচার হিসেবে উপস্থাপনের কথা বলা হয়েছে।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে মানবজীবনের সার্থকতা অর্জনের জন্য বৃক্ষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ‘জীবনের গুরুভার বহনের’ কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকেও শিল্পকলা চর্চার বিষয় গুরুত্বের সাথে অভিনু সুরে ফুটে উঠেছে। তাই উদ্দীপক ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করে বলা যায়, রুচিশীল মানুষ সৃষ্টিতে শিল্পকলা চর্চার বিকল্প নেই।

উদ্দীপক ৫ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সমাজ মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল। এখানে সবার সাথে মিলেমিশে বাস করতে হয়। কিন্তু সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে, যারা সবসময় ভালো কাজের সমালোচনা করে ব্যক্তির বিকাশকে স্তিমিত করে দেয়। ফলে এ সমস্ত ব্যক্তি সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়। সৎ চিন্তা ও মহৎ গুণাবলির অভাবই তাদের মনকে সংকীর্ণ করে রেখেছে।



- ক. স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে কী পরিপূর্ণ? ১
- খ. স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্র ভাবের ধারক নয়।”—মন্তব্যটির সত্যাসত্য নিরূপণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সমাজ পরিপূর্ণ।

খ অনুধাবন

- যারা নিজের জীবনকে সুন্দর করার কথা না ভেবে অন্যের সফলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তারাই স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।
- সমাজই বসবাসের উত্তম স্থান। অথচ এ স্থানে এমন কিছু লোক বাস করে যারা সৌন্দর্যের স্পর্শ থেকে দূরে থাকে, ফলে অন্যের সফলতার পথে বাধা হয়ে থাকতেই পছন্দ করে। তারাই মূলত স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে।
- বিচিত্র মানুষের সমন্বয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। তাই আচরণেও ভিন্নতা থাকে। একশ্রেণির মানুষ থাকে, যারা অন্যের বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। এসব মানুষকে এড়িয়ে চলা উচিত।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় সমাজের বিশেষ একশ্রেণির মানুষের পরিচয়বাহী, যারা সবসময় কল্যাণের পথে অন্তরায়। নিজেদের অহমিকাবোধে অন্ধ হয়ে অন্যের বিকাশকে হেয় করে থাকে। একইরূপে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষের সম্প্রদায় পাওয়া যায়। যারা সবসময় অন্যের বিকাশকে ছোট করে দেখে। তারা অন্যের সফলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মূলত ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের এ বিষয়টিই উদ্দীপকে প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্র ভাবের ধারক নয়— মন্তব্যটি সত্য।
- বৃক্ষ পরোপকারের এক অনন্য আদর্শ। এটি নীরব সাধনায় ফল ও ফুল দিয়ে পরের কল্যাণ করতে পারলেই নিজেকে সার্থক মনে করে। বৃক্ষের এ অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হলে সমাজে অনাবিল শান্তি বিরাজ করবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে সমাজের স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যারা সবসময় অন্যের সাফল্যের পথে বড় বাধা হয়ে থাকে। নিজেদের অত্যধিক অহমিকাবোধে মহত্বের আদর্শ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। অন্যদিকে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তাছাড়াও প্রবন্ধে বৃক্ষের আদর্শিক জীবন বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে নদীর গতির সাথে মানবজীবনের গতির পার্থক্য।
- উদ্দীপকে বর্ণিত আলোচনায় শুধু স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটিতে এ বিষয়টিই একমাত্র বিষয় হয়ে প্রকাশ পায়নি। বরং অন্যান্য বিষয় থাকার কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না। মন্তব্যটির যথার্থতা রয়েছে।

উদ্দীপক ৬ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আজিম সাহেব তাঁর বাড়ির চারপাশে অনেক বৃক্ষরোপণ করেছেন। তিনি বৃক্ষপ্রেমী মানুষ। বিভিন্ন গাছে যখন ফুল ফোটে, ফল হয়, তখন তিনি আনন্দ খুঁজে পান। তিনি প্রকৃতির মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে নেন।



- ক. কীসের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়? ১
- খ. ‘সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি এক বড় জিনিস’—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের আজিম সাহেবের মানসিকতার সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি কি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করছে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর**ক জ্ঞান**

- বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়।

খ অনুধাবন

- সাধনা না করলে প্রাপ্তির সাধ পাওয়া কঠিন। তাই সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি এক বড় জিনিস।
- বৃক্ষ আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে। নদী আপন গতিতে চলতেই থাকে। এতে কোনো ধীরস্থির ভাব নেই, যা আমরা বৃক্ষের মধ্যে দেখতে পাই। বৃক্ষের সাধনায় আমরা ফুল-ফল পাই। নদীর সাগরে পতিত হওয়ার প্রাপ্তি স্পষ্ট নয়, কিন্তু বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনেই ছবির মতো ফুটে ওঠে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের আজিম সাহেবের মানসিকতার সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধ অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।
- উদ্দীপকের আজিম সাহেব বৃক্ষপ্রেমী মানুষ। তিনি গাছপালা পছন্দ করেন। তার বাড়ির চারপাশে অনেক গাছ লাগিয়েছেন। বিভিন্ন গাছে যখন ফুল ফোটে, ফল ধরে, তখন তিনি অনেক খুশি হন এবং আনন্দিত হন। প্রকৃতিকে ভালোবাসেন বলে তিনি প্রকৃতির মধ্যে, বৃক্ষের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধেও মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের জয়গান গেয়েছেন। বৃক্ষের মধ্যে তিনি জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর মধ্যে বৃক্ষের সাধনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বৃক্ষের নীরব সাধনায় আমরা আমাদের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাই।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- হ্যাঁ, উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করছে।

- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের বৃক্ষের মাধ্যমে আমাদের জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। লেখক বৃক্ষের নীরব সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্তির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বৃক্ষের কাছ থেকেই আমরা সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্তির ছবি দেখতে পাই। নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার যে গান শোনায়, তা আমাদেরকে অনুভূতি দিয়ে, চিন্তা-চেতনা দিয়ে বুঝে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে হয়।
- উদ্দীপকেও আজিম সাহেব বৃক্ষের মধ্যেই সার্থকতা খুঁজে পান। প্রকৃতিই তাঁকে জীবনের শান্তির পথ দেখায়। মানুষের অকল্যাণ সাধনে ব্যস্ত অহংকারী মানুষরা শুধু উন্ময়নের পথে বাধাই সৃষ্টি করে। মানুষকে ভালোবাসা যেন তাদের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। সৌন্দর্যের মধ্যেও তারা অসুন্দর খুঁজে বেড়ায়। লেখক এদের জায়গায় বড় মনের মানুষদের আনার কথা বলেছেন— যাদের মন হবে বড় উদার, যারা মানুষের কল্যাণে বা সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। আর এ জন্য বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করলেই আমরা আমাদের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাব।
- সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আজিম সাহেবের বৃক্ষপ্রেম ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধেরই একটি অংশ মাত্র। তাই উদ্দীপকটি প্রবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করে।

উদ্দীপক ৭ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জহির সাহেব একজন ব্যাংকার। তার স্ত্রী একজন গৃহিণী; শৌখিনতার জন্য তিনি বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন ফুল ও ফলের গাছ লাগান। কিন্তু জহির সাহেব গাছ পছন্দ করেন না। তিনি গাছপালাকে আবর্জনা মনে করেন।



- ক. নদী কোথায় পতিত হয়? ১
- খ. ‘বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না’— বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের জহির সাহেবের মানসিকতার সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্রভাবে নয়, বিশেষ একটা দিককে তুলে ধরেছে।” — যুক্তিসহ প্রমাণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- নদী সাগরে পতিত হয়।

খ অনুধাবন

- ‘বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না’— কথাটি বলতে লেখক বৃক্ষের সাধনার কথা বোঝাতে চেয়েছেন।
- মানুষের সাধনায় যে ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, তা বৃক্ষের সাধনা তেও পাওয়া যায়। অনবরত ছুটে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। বৃক্ষের মধ্যে গোপন ও নীরব সাধনা অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। নদীর সাগরে পতিত হওয়ার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না, কিন্তু বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বৃক্ষ সবসময় নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের জহির সাহেবের মানসিকতার সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু একেবারে বিপরীতধর্মী। তবে লেখক এ প্রবন্ধে এক ধরনের মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা বিকৃত চিন্তাধারার।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের গোপন ও নীরব সাধনার কথা উল্লেখ করে আমাদের আত্মার বৃদ্ধির কথা বলেছেন। বৃক্ষের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের সার্থকতা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। বৃক্ষ অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আর তা থেকে আমরা জীবনের উন্নতির, সার্থকতার শিক্ষা নিতে পারি।
- উদ্দীপকে জহির সাহেব ব্যাংকে চাকরি করেন। তার গৃহিণী স্ত্রী শৌখিন বলে বাড়িতে নানা ধরনের ফুল ও ফলের গাছ লাগান। কিন্তু তার স্বামী জহির সাহেব গাছপালা অপছন্দ করেন। গাছপালাকে তিনি আবর্জনা মনে করেন। কিন্তু ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে লেখক বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক মনে করেন। বৃক্ষ নীরব ভাষায় আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্রভাবে নয়, বরং বিশেষ একটা দিককে তুলে ধরেছে— উক্তিটি যৌক্তিক।
- উদ্দীপকে বৃক্ষের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। জহির সাহেব গাছপালা একেবারেই অপছন্দ করেন। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে লেখক বৃক্ষের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বৃক্ষ যে জীবনের সার্থকতার প্রতীক তা তুলে ধরেছেন।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে লেখক স্থলবুদ্ধি, স্বল্পপ্রাণ ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। এরা মানুষের অপকার করে, অনিষ্ট চিন্তা করে, যা অনেকটা জহির সাহেবের মানসিকতাকেই সামনে নিয়ে আসে। তাদের অন্তরে প্রেম নেই, যারা বৃক্ষকে, প্রকৃতিকে ভালোবাসে না।

তারা সত্যিকার অর্থে অমানুষ। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে লেখক বৃক্ষের নীরব সাধনার কথা বলেছেন। বৃক্ষের কাছ থেকে আমরা জীবনসাধনার শিক্ষা লাভ করি, আত্মার বৃদ্ধির শিক্ষা লাভ করি। বৃক্ষ আমাদের জীবনের সঠিক পথ দেখায়, জীবনের প্রশান্তির উপায় বলে দেয়।

- কিন্তু উদ্দীপকে জহির সাহেব বৃক্ষকে অপছন্দ করেন। তিনি বৃক্ষকে আবর্জনা মনে করেন। গাছপালার প্রতি তার নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকে, যা ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের বিপরীত দিক প্রকাশ করে।

উদ্দীপক ৮ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শহরের ছেলেমেয়েরা অনেক গাছই চেনে না। তার গাছের সুশীতল বাতাস কিংবা গাছের ফুল বা ফলের সৌন্দর্য দেখতে পায় না। তারা সারাক্ষণই টিভিতে কার্টুন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। গাড়িঘোড়ার চাপ ও যান্ত্রিকতার কারণে তাদের মানসিকতাতেও যান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা যায়।



- ক. কীসের ব্যাপারে প্রাপ্তি বড় জিনিস? ১
- খ. ‘বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান’—কথাটি লেখক কেন বলেছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করে”—মন্তব্যটির যৌক্তিকতা প্রমাণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি বড় জিনিস।

খ অনুধাবন

- ‘বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান’—কথাটি লেখক বলেছেন বৃক্ষের সাধনার সার্থকতা বিষয়টি বোঝাতে।
- বৃক্ষ অনবরত আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে। নদীর সাগরে পতিত হওয়া দৃশ্য আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। কিন্তু বৃক্ষ আমাদের চোখের সামনে ফুল ফোটায়, ফল জন্মায়, অর্থাৎ আমাদের ফল দান করে। বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে আমরা দেখতে পাই, বৃক্ষ থেকেই আমরা জীবন—সাধনার শিক্ষা নিই।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন। তবে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে প্রেম ও ভালোবাসার অভাবে স্থলবৃদ্ধি, স্বল্পপ্রাণ ও জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষের চরিত্র উপস্থাপন করেছেন লেখক।
- উদ্দীপকে শহরের বাচ্চাদের মানসিকতায় বিপর্যস্ত ছেলেমেয়েদের রূপের কথা বলা হয়েছে। শহরের ছেলেরা বন্দি জীবনযাপন করে বলে তারা প্রকৃতির খোলা পরিবেশ পায় না, বৃক্ষের যে অপূর্ণ প সৌন্দর্য তা দেখতে পায় না। ঘরের ভেতর বসে তারা শুধু টিভিতে কার্টুন দেখে। যান্ত্রিকজগতের সাথে মিশে যায়। ফলে তাদের মানসিক বিকাশ হয় না। ভবিষ্যতে এ অবস্থা চলতে থাকলে তারাও স্থলবৃদ্ধি, স্বল্পপ্রাণ ও জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষে পরিণত হবে।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের বৃক্ষের যে প্রশান্তি ও গুণাগুণ প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন, তা থেকে শহরের ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত হতে দেখা যায়। যানজট ও যান্ত্রিক জটিলতায় শহরের ছেলেমেয়েরা বৃক্ষের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। তাদেরকে বৃক্ষের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রতিনিধিত্ব করে না। আর্থশিক দিককে উপস্থাপন করে মাত্র।
- উদ্দীপকে শিশুদের নেতিবাচক মানসিক অবস্থা তৈরির কারণ হিসেবে প্রকৃতি থেকে দূরে থাকা, বৃক্ষের অপূর্ণ প সৌন্দর্য এবং বৃক্ষের সাধনার বিষয় থেকে দূরত্বের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের জয়গান গেয়েছেন। বৃক্ষের সাধনার মধ্যে আমাদের জীবনের সাধনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বৃক্ষ আমাদের জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয়টি অনুধাবন করতে শেখায়। কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জায়গায় উদারচিন্তের মানুষেরা বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে সাধনার শিক্ষা নিয়ে জীবনের সার্থকতা লাভ করতে পারে।
- উদ্দীপকে যান্ত্রিকরূপের মধ্যে শিশুদের বেড়ে ওঠার সঙ্গে এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের রূপের সাদৃশ্য থাকলেও পুরো প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এখানে অনুপস্থিত।

উদ্দীপক ৯ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জামিল সাহেব সুন্দরবন ভালোবাসেন। আর জলিল সাহেব নদী ভালোবাসেন। এ নিয়ে দুই বন্ধুর প্রায়ই ঝগড়া হয়। বৃক্ষের অপূর্ণ প সৌন্দর্যের মধ্যে জামিল সাহেব হারিয়ে যান। আর জলিল সাহেব নদীর ঢেউ দেখে পাগল হয়ে যান। জলিল সাহেবের মতে, নদীর গতিতে জীবনের গতি।



- ক. কীসের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন? ১
- খ. তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন নদীর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান? ২
- গ. উদ্দীপকের জামিল সাহেব ও জলিল সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্রভাবে তুলে ধরেছে”—উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন।

খ অনুধাবন

- নদীর গতিতে মনুষ্যত্ব দেখতে পান বলে নদীর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ।
- বৃক্ষের ফুল ফোটার চেয়ে নদীর গতির মধ্যেই মানুষের বেদনা উপলব্ধি সহজ বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করেন, ফুল ফোটা অনেক সহজ প্রক্রিয়া। কিন্তু নদীর গতি সহজ নয়—তাকে অনেক বাধা পেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশতে হয়। নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের জামিল সাহেব ও জলিল সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথ ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি এক।
- উদ্দীপকে জামিল সাহেব সুন্দরবন ভালোবাসেন। তিনি বৃক্ষপ্রেমিক। বৃক্ষের অপরিপক্ব সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। আর তার বন্ধু জলিল সাহেব ভালোবাসেন নদী। নদীর ঢেউ দেখলে তিনি পাগল হয়ে যান। নদীর ঢেউয়ের গতিতে তিনি জীবনের গতি খুঁজে পান।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ নদীর গতির মধ্যে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য খুঁজে পান। তিনি মনে করেন, নদীর গতিকে অনেক কষ্ট করে, অনেক বাধা পেরিয়ে সাগরে গিয়ে মিশতে হয়। অন্যদিকে, মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের মধ্যে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। তিনি মনে করেন, নদী সাগরে পতিত হওয়ার দৃশ্য আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না, কিন্তু বৃক্ষের ফুল ফোটানো, ফল ধরা—সব আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই। বৃক্ষের নীরব সাধনা আমরা আমাদের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি। প্রশ্নোক্ত উক্তিতে যে—কথা বলা হয়েছে তা সঠিক ও যথার্থ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্রভাবে তুলে ধরেছে।
- উদ্দীপকে জামিল সাহেব ও জলিল সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। দুই বন্ধু প্রায়ই ঝগড়া করেন। কারণ দুজনের পছন্দ ভিন্ন। একজন বৃক্ষকে পছন্দ করেন আর একজন নদীকে।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে আমরা জীবনের সার্থকতার চিত্র দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নদীকে মনুষ্যত্বের প্রতীক ও সার্থকতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইলেও মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষকেই জীবনের সার্থকতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বৃক্ষ আমাদের জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানোর শিক্ষা দেয়। নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সাধনার যে গান শোনায় তা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে আমাদের আত্মিক বিকাশ ঘটাই। শুধু দৈহিক বিকাশ নয়, আত্মিক বিকাশ ঘটিয়ে জীবনে সফল হওয়া যায়। আর সে শিক্ষা আমরা বৃক্ষ থেকেই লাভ করি।
- বৃক্ষ আমাদেরকে জীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করে। আমরা বৃক্ষের দিকে তাকিয়েই জীবন—সাধনার শিক্ষা লাভ করতে পারি। বৃক্ষের শান্তি ও সেবার বাণী থেকে আমরাও মানবকল্যাণের শিক্ষা পাই। আমরা আমাদের জীবনের প্রশান্তি র ইজিত পাই। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সমগ্র ভাবে ধারণ করে—কথাটি সঠিক।

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন?
- ক) নদীকে খ) বৃক্ষকে গ) ধর্মকে ঘ) আত্মকে

২. ‘প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম’—উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

- ক) পরোপকারিতা খ) সহনশীলতা
গ) উদারতা ঘ) সংবেদনশীলতা

উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

তমাল মেধাবী। দেশের স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে ফিরে যান নিজ গ্রামে। প্রতিষ্ঠা করেন ধাতব্য চিকিৎসালয়। শহরে প্রাকটিস করে অনেক টাকা রোজগারের পরিবর্তে নিজ গ্রামের সাধারণ মানুষের সেবাকে তিনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

৩. উদ্দীপকের তমালের সাথে “জীবন ও বৃক্ষ” প্রবন্ধের কার সাদৃশ্য আছে?

ক বৃক্ষের খ জীবনের গ লেখকের ঘ নদীর

৪. উদ্দীপকের ভাবার্থ নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

ক বৃক্ষ কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও।

খ বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়, প্রশান্তিরও ইঙ্গিত।

গ যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান।

ঘ নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়ে।

মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

ক লেখক পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

ক কাঞ্চনপুরে খ ভাগলপুরে গ চাঁদপুরে ঘ হরিপুরে

৬. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন?

ক ১৯০১ খ ১৯০২ গ ১৯০৩ ঘ ১৯০৪

৭. সাহিত্য অঙ্গনে ও বাস্তবজীবনে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মধ্যে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক মুক্তবুদ্ধির চেতনা খ বিদ্রোহী ভাব
গ প্রতিবাদী চেতনা ঘ দার্শনিক অভাব

৮. ‘সংস্কৃতির কথা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ কাজী আবদুল ওদুদ
গ আবুল হুসেন ঘ আবদুল কাদির

৯. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কর্তৃক ক্লাইভ বেল-এর ‘Civilization’ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধের নাম কী?

ক সভ্যতা খ সুখ গ বনি আদম ঘ নেকড়ে আরণ্য

১০. বারট্রান্ড রাসেলের ‘Conquest of Happiness’ গ্রন্থের অনুবাদিত গ্রন্থ কোনটি?

ক সভ্যতা খ সংস্কৃতি কথা গ সুখ ঘ স্বাধীনতা

১১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন?

ক ঢাকা কলেজ খ বরিশাল কলেজ
গ চট্টগ্রাম কলেজ ঘ বাঙলা কলেজ

১২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন ধরনের গদ্য রচয়িতা হিসেবে খ্যাত?

ক মননশীল খ রম্যরচয়িতা
গ বিজ্ঞানভিত্তিক ঘ ইসলামি

১৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

ক ১৬ই সেপ্টেম্বর খ ১৭ই সেপ্টেম্বর
গ ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘ ১৯ই সেপ্টেম্বর

১৪. কেমন মানুষে সংসার পরিপূর্ণ?

ক স্বল্পপ্রাণ খ মহাপ্রাণ গ ধর্মপ্রাণ ঘ মননশীল

১৫. কীসের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হয়?

ক আকাশের খ ফুলের গ বৃক্ষের ঘ মাটির

১৬. বৃক্ষের কোন ছবি প্রত্যহ চোখে পড়ে?

ক ফুল ফোটানো, ফল ধরানোর খ সৌন্দর্যের ছবি

গ ধ্বংসের ছবি ঘ ছায়াদানের ছবি

১৭. কোন কবিকে তপোবন প্রেমিক বলা হয়েছে?

ক বঙ্কিমচন্দ্রকে খ রবীন্দ্রনাথকে

গ জসীমউদ্দীনকে ঘ শামসুর রাহমানকে

১৮. কে নদীর গতির মধ্যে মানুষের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন?

ক নজরুল ইসলাম খ জীবনানন্দ দাশ

গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ মোতাহের হোসেন

১৯. সৃজনশীল মানুষের মাঝে কীসে পার্থক্য দেখা যায় না?

ক ভালোবাসায় খ স্বভাবে

গ প্রাপ্তি ও দানে ঘ সৃষ্টিতে

২০. বৃক্ষের নীরব ভাষার গান কীভাবে শোনা যায়?

ক অনুভূতির কান দিয়ে খ বৃক্ষের কাছে গিয়ে

গ গাছকে ভালোবেসে ঘ যন্ত্রের মাধ্যমে

২১. কী ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস?

ক ভালোবাসার খ সাধনার গ ত্যাগের ঘ ভোগের

২২. কীসের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকর্ম উপলব্ধি করেছেন?

ক নদীর খ আকাশের গ বৃক্ষের ঘ মানুষের

২৩. কাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে?

ক মানুষকে খ মনুষ্যত্বকে গ বৃক্ষকে ঘ সন্তানকে

২৪. কাকে তার আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়?

ক মানুষকে খ বৃক্ষকে গ পশুপাখিকে ঘ সন্তানকে

খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

২৫. কার কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়?

ক ব্যক্তির খ পরিবারের গ গোষ্ঠীর ঘ সমাজের

২৬. মানুষকে বড় করে তোলা কার কাজ?

ক মা-বাবার খ পরিবারের গ সমাজের ঘ রাষ্ট্রের

২৭. কেমন জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া দরকার?

ক মানবজীবন খ বিকশিত জীবন
গ উন্নত জীবন ঘ শিক্ষিত জীবন

২৮. নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা কোন মানুষের কাজ নয়?

ক মহৎপ্রাণ খ স্থূলবুদ্ধি
গ উন্নতপ্রাণ ঘ জীবাত্মনির্ভর

২৯. অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা কার কাজ?

ক দস্যুপ্রবৃত্তির মানুষের খ দাঙ্গাবাজ মানুষের
গ জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষের ঘ আত্মসী চরিত্রের মানুষের

৩০. “এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি” কেন?

ক উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি বলে
খ ধর্মের পবিত্র আলোয় সিক্ত নয় বলে
গ মহৎপ্রাণের সংস্পর্শ লাভ করেনি বলে
ঘ প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে

৩১. নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধির মানুষদের দেবতা কে?

ক অহংকার খ রাবণ গ শয়তান ঘ জুপিটার

৩২. ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে ‘নিশান’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক চিহ্ন খ পতাকা গ লক্ষ্য ঘ পরিচয়

৩৩. নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধির মানুষের প্রেমের কথায় কী হয় না?

ক উদ্দীপনা খ প্রভাব বিস্তার
গ নেশা ধরা ঘ উৎসাহ

৩৪. স্বল্পপ্রাণ, শুলবুদ্ধি ও জ্বরদাসিতপ্রিয় মানুষের স্থানে কেমন মানুষ আনতে হবে?

(ক) শিক্ষিত (খ) শ্রমজীবী
(গ) বুদ্ধ্যজীবী (ঘ) বড় মানুষ

৩৫. বড় মানুষের কাছে জীবনের কী বড় হয়ে ওঠে?

(ক) বিকাশ (খ) পরিণতি (গ) প্রবৃদ্ধি (ঘ) উন্নতি

৩৬. বড় মানুষের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক কী?

(ক) মানবিকতা (খ) বিজ্ঞানমনস্কতা
(গ) সজীব বৃক্ষ (ঘ) প্রবহমান নদী

৩৭. বৃক্ষের কাজ কী?

(ক) ফুল ফোটানো (খ) ফল দেওয়া
(গ) ছায়া প্রদান (ঘ) অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া

৩৮. কার জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার?

(ক) বৃক্ষের (খ) মানবের (গ) নদীর (ঘ) প্রাণীর

৩৯. বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের কী সহজ হয়?

(ক) সৌন্দর্য উপলব্ধি (খ) তাৎপর্য উপলব্ধি
(গ) বিকাশ অনুধাবন (ঘ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন

৪০. বার বার কোন দিকে তাকানো প্রয়োজন?

(ক) উন্নত জীবনের প্রতি (খ) সৌন্দর্যের প্রতি
(গ) বৃক্ষের প্রতি (ঘ) ফুল ও ফলের প্রতি

৪১. জীবনের সার্থকতার প্রতীক কোনটি?

(ক) নদী (খ) ফুল
(গ) ফল (ঘ) বৃক্ষ

৪২. ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখকের বক্তব্যের সাথে কে দ্বিমত পোষণ করেছেন?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী আবদুল ওদুদ
(গ) আবুল হোসেন (ঘ) আবুল ফজল

৪৩. ফুল ফোটাকে রবীন্দ্রনাথ কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?

(ক) বৃক্ষের (খ) নদীর গতির
(গ) বন-বনানীর (ঘ) পাহাড়-ঝরনার

৪৪. রবীন্দ্রনাথ কীসের মধ্যে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন?

(ক) গাছের (খ) ফুলের
(গ) নদীর গতির (ঘ) প্রকৃতির সৌন্দর্যের

৪৫. “মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধ হয়, ফুলের ফোটায় নয়।”—এটি কার মত?

(ক) কাজী মোতাহার হোসেনের (খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর
(গ) মাইকেল মধুসূদনের (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

৪৬. ফুলের ফোটা কেমন?

(ক) নৈসর্গিক (খ) শৈল্পিক (গ) সহজ (ঘ) জটিল

৪৭. ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখকের মতে কোন দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন?

(ক) বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে (খ) জীবনের বিকাশের দিকে
(গ) নদীর গতিপ্রবাহের পানে (ঘ) ফল-ফলাদির দিকে

৪৮. ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথকে কী হিসেবে অভিহিত করেছেন?

(ক) কবিসম্রাট (খ) তপোবন-প্রেমিক
(গ) বৃক্ষের বেদনা (ঘ) জীবনের বিকাশ

৪৯. অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে কী সহজে উপলব্ধি করা যায়?

(ক) ফুল ফোটানোর দৃশ্য (খ) ফুল ফোটানোর বেদনা
(গ) বৃক্ষের বেদনা (ঘ) জীবনের বিকাশ

৫০. বৃক্ষের সাধনায় কী দেখতে পাওয়া যায়?

(ক) বৃক্ষের চাওয়া (খ) বৃক্ষের বিকাশ
(গ) বৃক্ষের সৌন্দর্য (ঘ) বৃক্ষের ধীরস্থির ভাব

৫১. কী মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়?

(ক) অনবরত ধৈর্যে চলা (খ) শুধু নিজে বাঁচা
(গ) আদর্শহীন বেঁচে থাকা (ঘ) শ্রীহীন জীবনের বিকাশ

৫২. ‘যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত,—এ নয়।’

(ক) ফুলে (খ) নদীতে (গ) ফলে (ঘ) বৃক্ষে

৫৩. কার সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না?

(ক) ফলের (খ) ফুলের (গ) বৃক্ষের (ঘ) নদীর

৫৪. নদী কোথায় পতিত হয়?

(ক) নদীতে (খ) হ্রদে (গ) সাগরে (ঘ) মহাসাগরে

৫৫. কার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না?

(ক) ফুল ফোটানোর (খ) নদীর সাগরে পতিত হওয়ার
(গ) জীবন বিকশিত হওয়ার (ঘ) বৃক্ষের বেদনার

৫৬. দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ কীসের বাণী প্রচার করে?

(ক) নতি, শান্তি ও সেবার (খ) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার
(গ) একতা, শৃঙ্খলা ও সাধনার (ঘ) সাধনা, ত্যাগ ও পরিপূর্ণতার

৫৭. নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না কেন?

(ক) প্রত্যহ দেখা যায় না বলে
(খ) গোপন ও নীরব সাধনা অভিব্যক্ত নয় বলে
(গ) নদীর সেটি আত্মবিসর্জন বলে
(ঘ) নদীর মতো ধৈর্যে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয় বলে

৫৮. বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে কীসের মতো ফুটে ওঠে?

(ক) রেখা (খ) মূর্তি
(গ) ছবি (ঘ) ছায়াছবি

৫৯. বৃক্ষ কীভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে?

(ক) বর্ষে বর্ষে (খ) ফুলে-ফলে
(গ) কাণ্ড-শাখায় (ঘ) পত্রপল্লবে

৬০. সৃজনশীল মানুষের কীসে পার্থক্য দেখা যায় না?

(ক) প্রাপ্তি ও দানে (খ) চিন্তায় ও কর্মে
(গ) প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে (ঘ) নিজ ও পর ভেদে আরণ্যে

৬১. বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী উপলব্ধি করেছেন?

(ক) বিকাশ (খ) অস্তরের সৃষ্টিধর্ম
(গ) মনুষ্যত্বের বেদনা (ঘ) ফললাভের বেদনা

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যে কী স্পর্শ করে বলেন নি?

| মনুষ্যত্বের বেদনার কথা (খ) জীবের প্রাণধর্মের কথা
(গ) বৃক্ষের পানে তাকিয়ে অস্তরের সৃষ্টিধর্মের কথা
(ঘ) নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখের উপলব্ধি

৬৩. কীভাবে বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়?

(ক) অব্যক্ত ভাষায় (খ) ইশারা ইঙ্গিতের ভাষায়
(গ) সৌন্দর্যের ভাষায় (ঘ) নীরব ভাষায়

৬৪. অনুভূতির কান দিয়ে কোন গান শুনতে হবে?

(ক) নীরব ভাষায় বৃক্ষের সার্থকতার গান
(খ) নদীর সাগরে পতিত হওয়ার গান
(গ) মানুষের প্রাণধর্মের গান
(ঘ) শান্তি, সাম্য ও সেবার গান

৬৫. জীবনের মানে কী?

৬৬. মানুষের মর্যাদা কীসে?
 ক) সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে
 খ) পারিবারিক অবস্থানে
 গ) সামাজিক পদমর্যাদায়
 ঘ) মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার হাত থাকায়
৬৭. মানুষকে কী সৃষ্টি করে নিতে হয়?
 ক) আত্মা
 খ) মন
 গ) স্বপ্ন
 ঘ) বাস্তবতা
৬৮. সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের কী হয়?
 ক) উদাসীনতা
 খ) পরিপক্বতা
 গ) নির্লিপ্ততা
 ঘ) সংকীর্ণতা
৬৯. আত্মরূপ ফল কার উপভোগ্য?
 ক) ব্যক্তির
 খ) সমাজের
 গ) দেবতার
 ঘ) শ্রম্ভার
৭০. আত্মাকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে?
 ক) ধর্মীয় শিক্ষায়
 খ) বস্তুগত শিক্ষায়
 গ) ধর্মনিরপেক্ষতা শিক্ষায়
 ঘ) মধুর ও পুষ্ট করে
৭১. আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে কেন?
 ক) শ্রম্ভার উপভোগের উপযুক্ত হতে
 খ) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হতে
 গ) মানবিক বিকাশ পূর্ণ করতে
 ঘ) মনুষ্যত্বের বেদনা উপলব্ধি করতে
৭২. কী কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না?
 ক) কলা
 খ) বিজ্ঞান
 গ) চিত্রকলা
 ঘ) সংগীত
৭৩. কী দ্বারা জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয়?
 ক) আত্মজিজ্ঞাসায়
 খ) ধর্মচর্চায়
 গ) সংগীত চর্চায়
 ঘ) সাহিত্য-শিল্পকলায়
৭৪. কার জীবন বৃদ্ধি বা বিকাশের চমৎকার নিদর্শন?
 ক) মানুষের
 খ) জীবের
 গ) বৃক্ষের
 ঘ) নদীর
৭৫. বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা কী হতে পারি?
 ক) বৃক্ষপ্রেমিক
 খ) লাভবান
 গ) তপোবন প্রেমিক
 ঘ) কবি
৭৬. বৃক্ষ কীভাবে জীবনের গুরুত্ব বহন করে?
 ক) ফল দ্বারা
 খ) ফুল দ্বারা
 গ) বৃক্ষকে প্রভাবিত করে
 ঘ) অতিশান্ত ও সহিষ্ণুতায়
৭৭. 'গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর থাকে যে' তাকে কী বলে?
 ক) স্থূলবুদ্ধি
 খ) জ্বরদস্তিপ্রিয়
 গ) বিকৃতবুদ্ধি
 ঘ) চর্মচক্ষু
৭৮. জীবনে অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলোকে কী বলে?
 ক) মনুষ্যত্ব
 খ) সাধনা
 গ) বস্তুজিজ্ঞাসা
 ঘ) জীবনাদর্শ
৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রাবন্ধিক কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
 ক) প্রকৃতিপ্রেমী
 খ) বৃক্ষপ্রেমী
 গ) দার্শনিক
 ঘ) ঋষি
৮০. মুনি-ঋষিরা তপস্যা করেন এমন বন—
 ক) তপোবন
 খ) আশ্রম
 গ) সাধনাকেন্দ্র
 ঘ) ঋষি আশ্রম
৮১. নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর যে—
 ক) সৃজনশীল
 খ) সুশ্রী
 গ) সৃষ্টিকর্মী
 ঘ) নতুনত্বের প্রতীক
৮২. 'আত্মিক' শব্দের অর্থ কী?
 ক) সুপরিণতিজাত
 খ) মনোজাগতিক
 গ) বিনয়
 ঘ) সংবেদনশীলতা
৮৩. 'জীবন ও বৃক্ষ' কোন ধরনের রচনা?
 ক) ছোটগল্প
 খ) প্রবন্ধ
 গ) উপন্যাস
 ঘ) নাটক

৮৪. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মানুষের কোন দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন?
 ক) সাধনা
 খ) বিকাশ সাধন
 গ) কর্মমুখিতা
 ঘ) সৌন্দর্যপ্রীতি

গ) শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

৮৫. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে 'বুলি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
 ক) বাণী
 খ) ভাষা
 গ) গৎ বাঁধা কথা
 ঘ) মর্যাদাপূর্ণ বাণী
৮৬. 'স্থূলবুদ্ধি' শব্দের অর্থ কী?
 ক) সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিহীন
 খ) বুদ্ধিহীন
 গ) অভিজ্ঞতাহীন
 ঘ) কর্মহীন
৮৭. 'গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর থাকে যে' তাকে কী বলে?
 ক) স্থূলবুদ্ধি
 খ) জ্বরদস্তিপ্রিয়
 গ) বিকৃতবুদ্ধি
 ঘ) চর্মচক্ষু
৮৮. 'নিশান' শব্দটি কোন ভাষার শব্দজাত?
 ক) বাংলা
 খ) হিন্দি
 গ) উর্দু
 ঘ) ফারসি
৮৯. জীবনে অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলোকে কী বলে?
 ক) মনুষ্যত্ব
 খ) সাধনা
 গ) বস্তুজিজ্ঞাসা
 ঘ) জীবনাদর্শ
৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রাবন্ধিক কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
 ক) প্রকৃতিপ্রেমী
 খ) বৃক্ষপ্রেমী
 গ) দার্শনিক
 ঘ) ঋষি
৯১. মুনি-ঋষিরা তপস্যা করেন এমন বন—
 ক) তপোবন
 খ) ম্যানগ্রোভ বন
 গ) সাধনাকেন্দ্র
 ঘ) শালবন
৯২. নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর যে—
 ক) সৃজনশীল
 খ) সৃষ্টি
 গ) সৃষ্টিকর্মী
 ঘ) নতুনত্বের প্রতীক
৯৩. 'আত্মিক' শব্দের অর্থ কী?
 ক) সুপরিণতিজাত
 খ) মনোজাগতিক
 গ) বিনয়
 ঘ) সংবেদনশীলতা

ঘ) পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৯৪. কে প্রশান্তির ইজিত বহন করে?
 ক) মানুষ
 খ) নদী
 গ) বৃক্ষ
 ঘ) সাধনা
৯৫. 'জীবন ও বৃক্ষ' কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
 ক) সত্যতা
 খ) সুখ
 গ) সংস্কৃতি কথা
 ঘ) রচনাবলি
৯৬. 'সংস্কৃতি কথা' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
 ক) গল্পগ্রন্থ
 খ) আত্মজীবনী
 গ) প্রবন্ধ সাহিত্য
 ঘ) অনুবাদ কর্ম
৯৭. 'জীবন ও বৃক্ষ' কোন ধরনের রচনা?
 ক) গল্প
 খ) প্রবন্ধ
 গ) উপন্যাস
 ঘ) কাব্য
৯৮. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
 ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী
 খ) প্রমথ চৌধুরী
 গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম
৯৯. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মানুষের কোন দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন?
 ক) দেশপ্রেম
 খ) বিকাশ সাধন
 গ) কর্মমুখিতা
 ঘ) সৌন্দর্যপ্রীতি
১০০. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন ধরনের লেখক?
 ক) প্রতিবাদী
 খ) মার্কসবাদী

- গ) দার্শনিক ঘ) মননশীল ও চিন্তাশীল
১০১. কোন আন্দোলনের কাঙারি হিসেবে মোতাহের হোসেন চৌধুরী
অরণীয় হয়ে আছেন?
ক) ইংরেজ আন্দোলন খ) স্বাধীনতা আন্দোলন
গ) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ঘ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন
১০২. বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির আন্দোলন কোনটি?
ক) নীল বিদ্রোহ খ) স্বাধীনতা আন্দোলন
গ) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ঘ) ভাষা আন্দোলন
১০৩. মুক্তবুদ্ধি চেতনা ও মানবপ্রেমের আদর্শের অনুসারী ছিলেন
কোন লেখক?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী
গ) সৈয়দ আলী আহসান ঘ) মীর মশাররফ হোসেন
১০৪. মননশীল ও চিন্তা-উদ্দীপক গদ্যের রচয়িতা ছিলেন কে?
ক) শামসুর রাহমান খ) বেগম সুফিয়া কামাল
গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী
১০৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রথম গ্রন্থের নাম কী?
ক) সভ্যতা খ) সংস্কৃতি কথা
গ) সাহিত্যের খেলা ঘ) জীবন ও বৃক্ষ
১০৬. 'Civilization' গ্রন্থ অনুসারে রচিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
ক) জীবন ও বৃক্ষ খ) সুখ
গ) সভ্যতা ঘ) সংস্কৃতি কথা
১০৭. মোতাহের হোসেন কার সহযোগী ছিলেন?
ক) কাজী নজরুল ইসলাম খ) মীর মশাররফ হোসেন
গ) আবুল ফজল ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

উ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১০৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল
ফজল— এই তিনজনের মধ্যে যেদিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে—
i. তিনজনই 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'—এর সহযোগী
ii. তিনজনই অধ্যাপক
iii. তিনজনই অনুবাদ সাহিত্যকর্মের লেখক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১০৯. যে ধরনের মানুষে সংসার পরিপূর্ণ—
i. স্বল্পপ্রাণ ii. স্থূলবুদ্ধি iii. জ্বরদস্তিপ্রিয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১০. মোতাহের হোসেন চৌধুরী সম্পর্কে প্রযোজ্য—
i. মনস্বী ii. চিন্তাশীল লেখক
iii. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কাঙারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী আদর্শ অনুসরণ করতেন—
i. সাহিত্যের অঙ্গনে ii. পেশার ক্ষেত্রে iii. বাস্তব জীবনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১২. স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষের কাজ—
i. নিজের জীবনকে সার্থক করে তোলা
ii. নিজের জীবনকে সুন্দর করে তোলা নয়
iii. অপরের সার্থকতার পথে অস্তরায় সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১৩. প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ না করায় স্থূলবুদ্ধি মানুষেরা—
i. নিষ্ঠুর ii. বিকৃতবুদ্ধি iii. প্রেমহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১৪. জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষের মানবপ্রেমের কথা কে মনে হয়—
i. আন্তরিকতাহীন ii. নির্মম পরিহাস
iii. উপলব্ধিহীন বুলি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১৫. স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষের বিপরীতে হলো—
i. বড় মানুষ ii. সূক্ষ্মবুদ্ধি উদার হৃদয় iii. গভীরচিন্তা ব্যক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i, ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১৬. গভীরচিন্তা ব্যক্তির কাছে বড় হয়ে ওঠে—
i. জীবনের বিকাশ ii. মনুষ্যত্বের বেদনা
iii. কেবল টিকে থাকা নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১৭. বৃক্ষকে—
i. ফুল ফোটাতে হয় ii. ছায়াদান করতে হয়
iii. ফল ধরাতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১১৮. বৃক্ষ তাই প্রতীক, জীবনের—
i. প্রয়োজনীয়তার ii. সজীবতার iii. সার্থকতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii
১১৯. চর্মচক্ষুকে বড় না করে আমাদেরকে বড় করতে হবে—
i. বস্তুশাস্তিকে ii. মনের পরিধিকে
iii. অনুভূতির চক্ষুকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১২০. বৃক্ষের ওপর তাদের নিজেদের হাত নেই—
i. মানুষ ii. তরুলতা iii. জীবজন্তুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
১২১. অস্তরের পরিপক্বতা আসে—
i. সুখ উপলব্ধির ফলে ii. দুঃখ উপলব্ধির ফলে
iii. বেদনা উপলব্ধির ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
১২২. আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব—
i. বিচিত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা ii. গভীর প্রেম দ্বারা
iii. গভীর অনুভূতির দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
১২৩. বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু না হওয়ার কারণ হলো এতে—
i. আত্মার উন্নতি হয় না
ii. জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অস্তরের পরিপূর্ণ হয় না

iii. মানুষ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. সূক্ষ্মবুদ্ধি বলতে আমরা বুঝি—

i. কূটবুদ্ধি ii. তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা জ্ঞানসম্পন্ন

iii. সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা আছে এমন জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. অরণ্য ও বৃক্ষপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করা হয়েছে—

i. তপোবন প্রেমিকের সাথে

ii. প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের সাথে iii. কাব্যপ্রেমীর সাথে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. লেখক মানবজীবনকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে জীবন—

i. পরার্থে আত্মনিবেদিত

ii. সুকৃতিময় সার্থক

iii. বিবেকবান মানবজীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

চ অভিনু তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

□ উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৭ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বড়াইকে পুঁজি করে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন। জার্মানরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। জার্মান ব্যতীত পৃথিবীর তাবৎ জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার এক তীব্র জাতিবিদ্বেষে হিটলারের জার্মান বাহিনী একের পর এক প্রতিবেশী দেশ দখল করে নেয়। তাদের গোয়েবলসীয় বিশ্বনেতৃত্বের গুণগান প্রচারে বিশ্বের বিবেকবান মানুষমাত্রই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

১২৭. উদ্দীপকের উল্লিখিত জার্মান জাতির সাথে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের যে শ্রেণির মানুষের সাদৃশ্য রয়েছে—

i. স্বল্পপ্রাণ ii. স্থূলবুদ্ধি

iii. জবরদস্তিপ্ৰিয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. উদ্দীপকের জাত্যাভিমানের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন শ্রেণির অহংকারের মিল রয়েছে?

- ক ব্যক্তিগত খ পারিবারিক গ গোষ্ঠীগত ঘ জাতিগত

১২৯. পাঠ্যপুস্তক অনুসারে কাকে উদ্দীপকের হিটলারের একমাত্র দেবতা জ্ঞান করা যায়?

- ক জিউস খ অহংকার

- গ স্বাদেশিকতা ঘ জুপিটার

□ উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩০-১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তার আত্মিক বিকাশে। অন্য জীবজন্তু যেভাবে বাড়ে মানুষও সেভাবেই বাড়ে। কিন্তু মানুষের আত্মিক বিকাশ তার প্রচেষ্টানির্ভর। এ বিকাশ অন্য কোনো জীবজন্তুর ঘটে না। সুখ-দুঃখ-বেদনার উপলব্ধি এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম দ্বারা মানুষের আত্মার পরিপূষ্টি সাধন হয়। এমনি পরিপক্ব আত্মার প ফল সৃষ্টির উপভোগ্য।

১৩০. উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের উল্লিখিত মানুষের যে বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে—

i. দৈহিক বৃদ্ধি

ii. আত্মিক বৃদ্ধি

iii. মানবিক বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. “এ বিকাশ অন্য কোনো জীবজন্তুর ঘটে না।” ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের যে বাক্যে উদ্দীপকের বাক্যটির প্রতিফলন দেখা যায়—

i. তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই

ii. প্রকৃতির যে ধর্ম, মানুষের সে ধর্ম

iii. মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. সৃষ্টির উপভোগ্য আত্মার প ফল কীভাবে সৃষ্টি হয়?

ক অভিজ্ঞতায়

খ দৈহিক বৃদ্ধির দ্বারা

গ আত্মিক বৃদ্ধির দ্বারা

ঘ পরিপক্বতায়

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

➡ বাড়ির কাজ

- ‘লেখক পরিচিতি’ সম্পর্কে জানবে।
- বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে কেন? ব্যাখ্যা কর।
- প্রাবন্ধিক বার বার বৃক্ষের দিকে তাকাতো বলেছেন কেন? তোমার শিক্ষকের সহায়তায় তা জানবে।
- “ডালিম গাছের ফুল-ফল পাখির জন্য মানুষের, সেবা বা খাদ্যের জন্য নয়”—। উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

➡ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- সমাজের কাজ মানুষকে বিকশিত করা, জাগিয়ে তোলা।
- বৃক্ষকে আদর্শ হিসাবে ধারণে জীবনের সার্থকতার সৌন্দর্য বুঝতে পারবে। ফুল দেখানো ও ফলদানের সাথেই বৃক্ষের অপর সার্থকতা রয়েছে।
- নদীকে মনুষ্যত্বের প্রতীক বলা যেতে পারে না, কারণ তাতে জীবনের কোনো স্পষ্টত্ব প ধরা দেয় না, নদী নিয়ত বহমান কিন্তু বৃক্ষ স্থির, বৃক্ষের সার্থকতার ছবি স্পষ্ট বোঝা যায়। এজন্য বৃক্ষকেই জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরা যায়।

- বৃক্ষ নীরব ভাষায় আমাদেরকে সার্থকতার গান শোনায়, অনুভূতির কান দিয়ে এ গান শুনতে হবে।
- আত্মাকে সৃষ্টি করে নিতে হয়, সুখ-দুঃখ উপলব্ধির ফলেই আত্মার সৃষ্টি হয়।
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি তার ‘সংস্কৃতি কথা’ প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে বৃক্ষকে জীবনের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে মূলত মানুষকে পরোপকারী, মহৎ হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগানো হয়েছে।
- এ প্রসঙ্গে মানব আত্মার পূর্ণতা ও অপূর্ণতার বিষয়টি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

টেস্ট বুক অ্যানালাইসিস

ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি কে লিখেছেন?
উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন কোন জেলায়?
উত্তর : নোয়াখালী জেলায়।
৩. ‘সংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন কত সালে?
উত্তর : ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর।
৫. স্বল্পপ্রাণ মানুষেরা অপরের সার্থকতায় কী সৃষ্টি করে?
উত্তর : অন্তরায় সৃষ্টি করে।
৬. স্বল্পপ্রাণ মানুষেরা কোন দেবতার চরণে নিবেদিতপ্রাণ?
উত্তর : অহংকার দেবতার চরণে নিবেদিতপ্রাণ।
৭. বড় মানুষের বৃদ্ধি কেমন হয়?
উত্তর : সূক্ষ্ম।
৮. বড় মানুষের কাছে কোনটি বড় হয়ে উঠবে?
উত্তর : কেবল জীবনের বিকাশই বড় হয়ে উঠবে।
৯. বৃক্ষকে কীসের জীবনের সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত?
উত্তর : বৃক্ষকে মানুষের জীবনের সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।
১০. রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?
উত্তর : নদীর সাথে।
১১. রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাথে কে দ্বিমত পোষণ করেন?
উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
১২. কার বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায়?
উত্তর : বৃক্ষের বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায়।
১৩. নদী কোথায় পতিত হয়?
উত্তর : সাগরে।
১৪. কীসের ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না?
উত্তর : নদীর ছবি।
১৫. কীসের পরিবর্তনের ছবি আমাদের প্রত্যহ চোখে পড়ে?
উত্তর : বৃক্ষের পরিবর্তনের ছবি।
১৬. বৃক্ষ দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে নতি, শান্তি ও সেবার কী প্রচার করে?
উত্তর : নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।
১৭. নদীর সাগরে পতিত হওয়া প্রাপ্তি নয়, তবে কী?
উত্তর : আত্মবিসর্জন।
১৮. বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী উপলব্ধি করেছেন?
উত্তর : অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন।
১৯. নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের কীসের গান গেয়ে শোনায়?
উত্তর : সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়।
২০. কারা নিজের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

উত্তর : মানুষ।

২১. মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনার ফলে আত্মা কেমন হয়?
উত্তর : আত্মা পরিপক্ব হয়।
২২. পরিপক্বতা সম্পর্কে মহাকবি কী বলেছেন?
উত্তর : মহাকবি বলেছেন— 'Ripeness is all'.
২৩. মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু কোনটি?
উত্তর : সাধনা।
২৪. কীসের দ্বারা মানুষের অন্তর পরিপূর্ণ হয়?
উত্তর : সাহিত্য, শিল্পকলার দ্বারা।
২৫. বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া কীসের ইতিহাস?
উত্তর : বৃদ্ধির ইতিহাস।
২৬. বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে জীবনের কোন অর্থ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়?
উত্তর : বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে জীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়।

খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. স্বল্পবৃদ্ধি মানুষেরা কেন নিষ্ঠুর হয়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে স্বল্পবৃদ্ধি মানুষেরা নিষ্ঠুর হয়ে থাকে।
স্বল্পবৃদ্ধি মানুষেরা বিকশিত জীবনের স্বাদ পায়নি। এরা যে কোনো বিষয় অর্জনে জ্বরদস্তি করে। এরা নিজের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করে না। অন্যের সার্থকতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। এরা কখনই প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ পায় না বলে নিষ্ঠুর ও বিকৃতিবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার।
২. মোটাসোটা হলেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি হয় না কেন? বিশ্লেষণ কর।
উত্তর : মোটাসোটা হলেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি হয় না, তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়।
মাটির রস শোষণ করে বৃক্ষ নিজেকে বড় করে তোলে। এরপর বৃক্ষ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়। সমাজের কল্যাণের মধ্যদিয়েই বৃক্ষের কাজের শেষ নয়। এ কারণেই বলা হয়, শুধু মোটাসোটা হলেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি হয় না, তাকে আরও কিছু করতে হয়, যা মানুষের বিকশিত জীবনের ইজিত বহন করে।
৩. কেন রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন?
উত্তর : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানো ততটা স্পষ্ট নয়।
তাই কবি নদীকে মানুষের জীবনের সাথে তুলনা করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে, মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয়। নদীর গতি সহজ নয়, তাকে অনেক বাধা

ডিঙাতে হয়। যেমনটা মানুষকে নানা সমস্যার আবর্ত থেকে বেরিয়ে জীবন চালাতে হয়। এজন্য কবি মানুষের জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন।

৪. বৃক্ষের পরিবর্তনের ছবি কেন চোখে পড়ে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বৃক্ষ আমাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, যার ফলে বৃক্ষের পরিবর্তনের ছবি প্রত্যহ আমাদের চোখে পড়ে। লেখক বলেছেন, নদী সাগরে পতিত হয়, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটাও ও ফল ধরানোর ছবি আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। কেননা, বৃক্ষ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে। বৃক্ষের পরিবর্তনকে ঘরে বসেই মানুষ দেখতে পায়।

৫. মানুষের বৃদ্ধিতে নিজের মর্যাদা হয় কেন?

উত্তর : মানুষের বৃদ্ধিতে নিজের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে বলে সে মনের মতো বিকশিত হতে পারে, আর এখানেই মানুষের বৃদ্ধিতে মর্যাদাবোধ হয়। আমরা জানি, বৃক্ষ প্রকৃতির নিয়মেই বাড়ে, ফুল ফোটায়, ফসল ফলায়। তাদের বৃদ্ধির ওপর নিজেদের কোনো হাত নেই। কিন্তু মানুষের বৃদ্ধির ওপর নিজেদের হাত আছে। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও বটে। মানুষকে আত্ম সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। মানুষ তার শিক্ষা দিয়ে, বোধ শক্তি দিয়ে নিজেকে তৈরি করে।

➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

➤ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১▶ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবু সালাহ মুসানগর গ্রামে বাস করে। তার মধ্যে সামান্য দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই। ভালোবেসে কিছু দেয়ার চেয়ে মেরে-ধরে কোনোকিছু আদায় করে নিতে সে বেশি পছন্দ করে। নিজের অর্থ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য সে প্রতিনিয়ত অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করে বেড়ায়। তার এ হীন কর্মকাণ্ডে মুসানগরবাসী অস্থির হয়ে ওঠে।

ক. কার দিকে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি?

খ. স্বল্পপ্রাণ বুদ্ধির মানুষের উদ্দেশ্য কী ও কেন?

গ. উদ্দীপকের আবু সালাহ ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিকের প্রতীক। বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. গাছের দিকে।

খ. স্বল্পপ্রাণ ও বুদ্ধির মানুষের উদ্দেশ্য হলো সমাজে টিকে থাকা।

➤ টিপস

গ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে আবু সালাহ চরিত্রটির উদ্দেশ্য অনুধাবন কর। তারপর এর সঙ্গে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের শ্রেণিগত সাদৃশ্য নির্ণয় করে তা উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকটি মনোযোগ সহকারে পড়ে তা আয়ত্ত কর। এরপর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি পড়ে তার দিকগুলো নির্ণয় কর। দেখবে উভয়ের মধ্যে মিল-অমিল বিদ্যমান। এ বিষয়টিই বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২▶ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান, মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। মহান এ নেতার চিন্তা-চেতনায় সবসময় কাজ করতো বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। তিনি কৈশোর থেকেই বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্পন্দন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। ‘৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ‘৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ‘৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ‘৬৬-এর ৬ দফা, ‘৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ‘৭০-এর নির্বাচনসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে জীবনে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

ক. জীবনের বিকাশ কাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে?

খ. প্রাবন্ধিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতি নির্দেশ করেছেন? বিশ্লেষণ কর।

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটিই ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের কাম্য। -মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

ক. সৃষ্টিবুদ্ধি উদার হৃদয় গভীর চিন্তা ব্যক্তির।

খ. প্রাবন্ধিক জীবনে পূর্ণতা অর্জনের জন্য বিকাশ সাধন করতে বলেছেন।

সমাজে যারা বড় সৃষ্টিবুদ্ধির মানুষ তাঁদের স্থান সবার উপরে। তাঁরা কেবল টিকে থাকার জন্য সঞ্চার করে না। বরং জীবনের বিকাশ সাধনই তাঁদের উদ্দেশ্য। স্বার্থরক্ষা নয়, স্বার্থদানের মধ্যেই তাঁরা প্রকৃত অর্জনকে খুঁজে পায়। এজন্যই প্রাবন্ধিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে বলেছেন।

➡ টিপস্

- গ. উদ্দীপকটি মনোযোগ সহকারে পড়ে বঙ্গাব্দধুর জীবনী অনুধাবন কর। তারপর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নির্ণয় করে তা বিশ্লেষণ কর।
- ঘ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে এর ফুটে ওঠা দিকটি অনুধাবন কর। এরপর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক যে সব বিষয় কামনা করেছেন তা বোঝার চেষ্টা কর। দেখবে উভয়ের কামনাই এক। এ বিষয়টি সহজ-সরল ভাষায় বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩▶▶ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর।
- ক. কাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়?
- খ. প্রাবন্ধিক পরার্থে আত্মনিবেদন করতে বলেছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকের শেষ দুই চরণে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে ফুটে ওঠা দিকটি তুলে ধর।
- ঘ. উদ্দীপক ও ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের মূল সুর যেন একই ধারায় প্রবাহিত।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. নদীর গতিকে।
- খ. প্রাবন্ধিক জীবনের বিকাশ সাধনের জন্য পরার্থে আত্মনিবেদন করতে বলেছেন।
স্বার্থ কখনই মানুষকে বড় করে তুলতে পারে না; বরং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই সবাইকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। ফলে দেখা যাবে একে অন্যের জন্যে বিলিয়ে দিচ্ছে নিজের জীবন। এজন্যই প্রাবন্ধিক পরার্থে আত্মনিবেদন করতে বলেছেন।

➡ এক্সক্লুসিভ টিপস্

- গ. প্রথমে উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে শেষ দুই চরণের ভাবার্থ অনুধাবন কর। তারপর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের সঙ্গে উক্ত ভাবার্থের সাদৃশ্য নির্ণয় করে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকটি মনোযোগ সহকারে পড়ে মূল সুর অনুধাবন কর। তারপর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটির মূল সুর নির্ণয় কর। দেখবে উভয়ের মূল সুর অভিন্ন— এ বিষয়টি সহজ-সরল ভাষায় বিশ্লেষণ কর।